

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

আর্থিক ও তহবিল পরিচালনা নীতিমালা

এনসিপি'র স্বপ্ন—নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও জনভিত্তিক রাজনীতি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে, দলের আর্থিক নীতিমালার মাধ্যমে দলের সদস্য ও দেশের নাগরিকদের কাছে এনসিপি একটি গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

মূল উদ্দেশ্য

- দলের প্রতিটি টাকার উৎস ও ব্যয়ের হিসাব থাকবে স্বচ্ছ, নৈতিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে।
- দলীয় অর্থনীতি হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, অডিটযোগ্য। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত অর্থের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।
- দেশের প্রচলিত আইন যেমন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, নির্বাচন কমিশন নীতিমালা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পুরোপুরি মেনে চলা হবে।

অর্থ আসবে কোথা থেকে?

- **মাসিক সদস্য ফি** : সবাই নির্দিষ্ট রশিদ, মোবাইল পেমেন্ট বা ব্যাংকের মাধ্যমে চাঁদা দিতে পারবেন।
- **“১০০ টাকা ক্যাম্পেইন” ও “ছোট দান, বড় স্বপ্ন”**—সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র অনুদান সংগ্রহে জোর দিতে হবে যাতে দলের কাজে গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনুদান থেকে আয়।
- **দলীয় আয়**: টি-শার্ট, মগ, বই বিক্রি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, অনলাইন কোর্স থেকে আয়।
- **অনলাইন গণচাঁদা (crowd funding) পোর্টাল**: ওয়েবসাইটে ডিজিটাল রসিদের মাধ্যমে দেশের ও দেশের বাইরে প্রবাসীদের অর্থ দান।
- **কর্পোরেট অনুদান**: নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে শুধু বৈধ ও নৈতিক উৎস গ্রহণযোগ্য।

কোনো কালো টাকা, অজানা উৎস, বিদেশি সরকার বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট অর্থ গ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা

- প্রতিটি অনুদানে থাকবে স্বয়ংক্রিয় রসিদ, অনলাইন এন্ট্রি ও ইউনিক আইডি।
- ৫,০০০ টাকার বেশি দানের ক্ষেত্রে দাতার পরিচয় গোপন রাখা হলেও, দলীয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে।
- সব লেনদেন Google Sheet বা সফটওয়্যারে রেকর্ড হবে, যা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য।
- তৃণমূলকে শক্তিশালী করে, অনুদানের একটি অংশ কেন্দ্রীয়ভাবে পুনর বণ্টন করা হবে।

বরাদ্দ ও ব্যয়ের নীতিমালা

- বাজেট অনুমোদন ছাড়া ব্যয় করা যাবে না এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৬টি অগ্রাধিকার ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

চাঁদাবাজি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

- জোর করে বা হুমকি দিয়ে অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- “Speak up / Whistleblower” পলিসির মাধ্যমে যে কেউ অনৈতিক অর্থ লেনদেন রিপোর্ট করতে পারবেন— নামে না বলেও।
- অনিয়ম প্রমাণ হলে শাস্তি: সতর্কতা → বরখাস্ত → আইনগত ব্যবস্থা।

এনসিপি কেন্দ্রীয় অর্থ ও বাজেট কমিটি

উদ্দেশ্য: দলের বাজেট, অনুদান ও ব্যয়ের স্বচ্ছ ও নৈতিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

কমিটির গঠন:

- **সভাপতি:** কোষাধ্যক্ষ ও **৫ সদস্য:** তথ্যপ্রযুক্তি, অডিট, ব্যাংকিং, আইন ও ডায়াসপোরা প্রতিনিধি
- মেয়াদ: ২ বছর, সর্বোচ্চ ৩ মেয়াদ

প্রধান দায়িত্ব:

1. **বাজেট তৈরি ও অনুমোদন:** কেন্দ্র-জেলা-প্রকল্পের চাহিদা বিশ্লেষণ করে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন
2. **তহবিল সংগ্রহ কৌশল:** স্বচ্ছ নীতিতে সাধারণ ও কর্পোরেট অনুদান; QR কোড, ইভেন্ট ফান্ডরেইজিং চালু
3. **বন্টন ও অনুমোদন:** অডিট পাসের ভিত্তিতে ইউনিটের বাজেট ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ
4. **অডিট তদারকি:** অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা; অনিয়মে তদন্ত ও শাস্তির সুপারিশ
5. **নীতিমালা হালনাগাদ:** নতুন বাস্তবতা অনুযায়ী নীতিমালার সংস্কার
6. **গোপনীয়তা:** দাতা ও আর্থিক তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য

কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা:

- বাজেট নেতৃত্ব ও বড় ব্যয়ের অনুমোদন (৫০ লাখ পর্যন্ত জরুরি ক্ষেত্রে ও কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে)
- আর্থিক তদন্ত শুরু ও অনিয়মে শাস্তির সুপারিশ
- ছয় মাস অন্তর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ

অডিট ও রিপোর্টিং

- প্রতি ৬ মাস অন্তর অভ্যন্তরীণ অডিট, প্রতি বছর শেষেও বাহ্যিক নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- অডিট রিপোর্টের সারাংশ দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য হবে।

- ৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেনে পূর্ণ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা দিয়েই আমরা নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই।

আর্থিক কমিটির দায়বদ্ধতাঃ

আর্থিক কমিটির বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত করবে।

পূর্ণকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য ভাতা ও বোনাস কাঠামো

এনসিপি বিশ্বাস করে, টেকসই এবং মেধাভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পূর্ণকালীন সংগঠকদের জন্য কাঠামোবদ্ধ ভাতা এবং ফেলোশিপ প্রোগ্রাম প্রয়োজন। তরুণ নেতারা নৈতিক আয় বজায় রেখে জনসেবায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন সে লক্ষ্যে এনসিপি কাজ করে যাচ্ছে। ফেলোদের অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে চারটি স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে। ভাতার পরিমাণ অঞ্চলভেদে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করা হবে। ভবিষ্যৎ পূর্ণকালীন তরুণ রাজনীতিবিদদের জন্য এনসিপি একটি শক্তিশালী ভাতা ও বোনাস কাঠামো সুপারিশ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিস্তারিত নীতিমালা পড়ুন: www.ncpbdt.org/funding-policy.pdf

গণমাধ্যম ও নাগরিকদের মতামত আমরা সবসময় স্বাগত জানাই।